পূর্ণিমা (পত্রিকা)
১৬ সেপ্টে ১৯৮৭

খুলনায় সাম্প্রতিক সাংস্কৃতিক তৎপরতা

শেখ রবীর উদ্দীন

মোহাম্মদ আবু তালিব

সাধন সরকার

অপ্রিয় সত্য যে খুলনা শহরের বর্তমান সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ভাটা পড়েছে। চলতি বছরের কয়েক মাসের খতিয়ান থেকে জানা যায়, জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে জাতীয় রবীন্দ্র সংগীত সম্মেলন, ফেব্রুয়ারীতে সম্মিলিত একুশ উদ্‌যাপন, ও এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে (সম্ভবতঃ) নাট্য উৎসব ছাড়া তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন কোন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন থেকে করা হয়নি। রবীন্দ্র সম্মেলন, একুশের অনুষ্ঠানমালা এবং নাট্য উৎসবও সচেতন দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে তেমন কোন আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি।

চলতি বছরের ত্রিশ ও একত্রিশে জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিত সপ্তম জাতীয় রবীন্দ্র সংগীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে খুলনাতে। পুরোপুরি অসফল তা কখনই বলা যাবে না। কিন্তু সফলতা যতটুকু এসেছে তার চেয়ে অনেক বেশী আসতে পারতো উদ্যোক্তারা যদি খুলনার রবীন্দ্র সংগীত সম্মেলন পরিষদের পক্ষ থেকে এখানকার নেতৃস্থানীয় সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো থেকে দু'একজন করে সদস্য নিয়ে এ সম্মেলনের আয়োজন করতো। অথচ সম্মেলন পরিষদের গুটিকয়েক সদস্যের আতলামীর কারণে সম্মেলনের উদ্যোক্তারা তেমন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেননি। উপস্থাপনাগত ত্রুটির জন্য সমালোচিত হয়েছেন উদ্যোক্তারা। সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথিদের নিয়ে সমালোচনা হয়েছে কম। যেটুকু সমালোচনা হয়েছে তাও কয়েকটি বিশেষ জায়গায় মাত্র। কিন্তু সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের কথা উঠলেই একেবারে খড়গহস্ত হয়েছেন সবাই। আমন্ত্রিত অতিথি। শিল্পীদের অনেকেরই মুখে তো তীব্র সমালোচনা শোনা গেছে বারবার। ভুরু কুঁচকে সংগোপনে গজগজ করেছেন অনেকেই। স্থানীয় সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্যদের সিংহভাগ সদস্য সম্মেলনের জন্য কোন আমন্ত্রণপত্র পাননি। মুখচেনা কতিপয় ব্যক্তিদের মধ্যে আমন্ত্রণপত্র বিতরণ করা হয়েছে বলে অনেকে অভিযোগ করছেন।

টানা দু'দিন ধরে বিভিন্ন সেন্ট যোজেফস স্কুলের খোলা ময়দানে জোরালো শীত উপেক্ষা করে অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন অনেকে। এই বিশাল দেশের সকল অঞ্চল ও প্রান্ত থেকে প্রায় দেড়শত রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, নাট্যশিল্পী, আবৃত্তিকার সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মলনের অনুষ্ঠান এবং শিল্পী সাহিত্যিকদের দেখার জন্য হাজার হাজার দর্শক-শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন সম্মেলনের জন্য নির্ধারিত মহান সেন্ট যোসেফস স্কুলের মাঠে। দু'দিনের সকালবেলার অনুষ্ঠানগুলোতে দর্শক-শ্রোতাদের উপস্থিতি অপেক্ষাকৃত কম হলেও বিকেলের অনুষ্ঠানে দর্শক-শ্রোতাদের উপস্থিতি বেশী ছিল। সমাপ্তি দিনে 'নাটক' দেখার জন্য শহরের বিভিন্ন স্তরের মানুষের ভীড় লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে টেলিভিশনের মিনি পর্দার নাট্য শিল্পীদের স্বচক্ষে দেখার জন্য এবং সংগে একটি 'নাটক' দেখার লোভে বিকেল থেকে ভীড় বাড়তে থাকে। এবং শেষ পর্যন্ত যে পরিমাণ দর্শক-শ্রোতা নাটক ও নাট্যশিল্পীদের দেখতে এসে স্থানাভাবে বাড়ী ফিরে গেছেন তাদের সংখ্যাও প্রায় পাঁচ/ছয় হাজারের কম নয়। সম্মেলনের অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও উপস্থাপনাগত বেশকিছু বিচ্যুতি দেখা গেলেও পরিষদের সামগ্রিক নিবেদনে একটা আন্তরিকতার ছোঁয়া পাওয়া গেছে। সুষ্ঠুভাবে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে খুলনার জেলা প্রশাসন যে ঔচিত্যের পরিচয় দিয়েছেন তা আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর কাছ থেকে প্রায় আশাতীত।

এছাড়া ফেব্রুয়ারী মাসে একুশ উদযাপন কমিটি বিগত বছরগুলোর মতো এ বছরও বিভিন্ন সংগঠনকে নিয়ে সম্মিলিতভাবে নাট্যানুষ্ঠান, আলোচনা, স্মৃতিচারণ, আবৃত্তি, সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। শহীদ হাদিস পার্কের শহীদ মিনারের পাদদেশে। স্থানীয় বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, সংগীত শিল্পী, নাট্যকার সবাই একত্রিত হয়ে শহীদ দিবস পালন করেছেন। এ ধরনের উদ্যোগের জন্য উদ্যোক্তাদের সাধুবাদ জানাতে হয়। একুশ উদযাপনের পাশাপাশি 'একুশ স্মরণে' স্মরণিকা প্রকাশ করলে এ ধরনের আয়োজন আরো ব্যাপকতা লাভ করতে পারবে বলে অনেকে মনে করেন।

সম্প্রতি নাট্য উৎসব হয়ে গেল খুলনার একটি বহুজাতিক সিগারেট কোম্পানীর আর্থিক সহায়তায়। কিন্তু এ উৎসব তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে। উদ্যোক্তারা মুখচেনা কিছু স্বজনদের মধ্যে উৎসবের কার্ড বিলি করেছেন। সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানাননি এ ধরনের অভিযোগ উঠেছে। নিন্দুকেরা বলেন, পাছে নিজেদের জারিজুরি ফাঁস হয়ে যায় সেজন্য সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ না জানিয়ে কোন রকমে দায়সাড়াভাবে নাট্য উৎসব শেষ করেছেন উদ্যোক্তারা। উৎসব তো করা হলো এমনভাবে দেখিয়েছেন উদ্যোক্তাদের অনেকে। এ প্রসঙ্গে বলতে হয় বিগত

আবুবকর সিদ্দিক

মীর আবীর আলী

হাসান আজিজুল হক

দু'বছর সমন্বিত নাট্য আন্দোলনের উদ্যোক্তারা প্রতি সপ্তাহে যে নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন তা খুলনা নাট্যমোদীদের অনেকদিন মনে থাকবে। কিছুই হয় না খুলনা শহরে তার মধ্যদিয়ে দু'বছর একটানা নাট্য আন্দোলনের আয়োজন করার জন্য এর সংগে যুক্ত নাট্যকর্মী ও উদ্যোক্তাদের সাধুবাদ জানাতে হয়। উদীচী, খুলনা থিয়েটার, সুন্দরবন থিয়েটার্স প্রতিনিধি সংস্কৃতি সংস্থা সন্ধানী নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজনায় অনুষ্ঠিত নাট্যানুষ্ঠান দর্শক-শ্রোতাদের সম্পূর্ণভাবে না হলেও আংশিকভাবে অনেককেই আনন্দ দিতে পেরেছে। এটা কম কি? নাট্য আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের উচিত সাপ্তাহে না হলেও ১৫ দিনে অথবা প্রতি মাসে একটি করে নতুন নাটক দর্শক-শ্রোতাদের উপহার দেয়া। এতে করে আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। এছাড়া এক সপ্তাহের ব্যবধানে অথবা দুই সপ্তাহে, নতুবা এক মাসের ব্যবধানে একটি নতুন নাটক বিভিন্ন নাট্যদলের পক্ষ থেকে প্রযোজনা করলে দর্শক-শ্রোতারা উপকৃত হবেন বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। নাট্য আন্দোলনের পাশাপাশি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের উচিত নিজস্ব মুখপাত্র হিসেবে হলেও নিয়মিত একটি করে লিটল ম্যাগাজিন বের করা।

নিয়মিতভাবে যেসব সংগঠন লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে অপারগ তারা বছরে একটি করে লিটল ম্যাগাজিন হলেও প্রকাশ করা উচিত। এতে করে সংগঠনে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানের কবি, সাহিত্যিক একদিকে তাদের রচনা প্রকাশ করার সুযোগ পাবেন অন্যদিকে 'লিটল ম্যাগাজিন' কর্তৃপক্ষ নতুন নতুন কবি, সাহিত্যিক, লেখকদের লেখা পাঠকদের উপহার দিতে পারবেন।

নাট্যনিকেতন, সাহিত্য পরিষদ, কবিতালাপ, উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী, সাহিত্য মজলিস, খুলনা শিশু একাডেমী, নজরুল একাডেমী, সন্ধানী নাট্যগোষ্ঠী, সুজলা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, প্রতিনিধি সংস্কৃতি সংস্থা, রবীন্দ্র সংগীত সম্মেলন পরিষদের মত উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত নিয়মিত না হলেও বছরে চারটি অথবা ২টি পত্রিকা প্রকাশ করা। এসব প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে যে সব স্মরণিকা ইতিমধ্যেই প্রকাশ করেছে তা অত্যন্ত উন্নতমান বজায় রাখতে পেরেছে বলে পাঠকরা অভিমত প্রকাশ করেছে। কেউ কেউ বলেছেন, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর খুলনা থেকে প্রকাশিত 'কথা', 'কবিতালাপ', 'প্লাবন', 'ক্ষণিকা', 'কবিপত্র', 'দক্ষিণায়ন', 'অক্ষর', 'স্বরলিপি', 'ভাস্কর', 'সাহিত্য পরিষদ পরিক্রমা' গুলো আবারও নতুন উদ্যোগে নতুন আঙ্গিকে বের করা উচিত। সংগঠন ছাড়াও ৩/৪টি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা নিয়মিত প্রতি সপ্তাহে সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে এক পৃষ্ঠার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে থাকে। এসব পত্রিকার মধ্যে দৈনিক জন্মভূমি, দৈনিক জনবার্তা, দৈনিক পূর্বাঞ্চল, দৈনিক গণদেশ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও দৈনিক ট্রিবিউন, দৈনিক অনির্বান, দৈনিক প্রবাহ, দৈনিক বংগবাণী, বিশ্বডাক, ছায়াপথ, সাপ্তাহিক খুলনা, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের খবরা-খবর, কবি-সাহিত্যিকদের রচনা প্রকাশ করে বর্তমান সময়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার ব্যাপারে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছেন।

উল্লেখিত সংগঠন, সংকলনসমূহ,

পরের পৃষ্ঠায়→

দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা ছাড়াও বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে সাংস্কৃতিক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের মধ্যে খুলনা থিয়েটার, সুন্দরবন থিয়েটার, খেলাঘর, কচিকাঁচার মেলা, স্কুল অফ মিউজিক, স্বর সাহিত্য, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, শ্রী অরবিন্দ সংঘ, সংস্কৃতি কল্যাণ সমিতি, উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী, জন্মভূমি সাংস্কৃতিক সংস্থা, জনবার্তা সাহিত্য বাসর, রুমী স্মৃতি সংসদ, চাঁদের হাট, টিটো প্রডাকশন, প্রতিভা সংসদ, আবৃত্তি সংসদ, ছড়া সংসদ, পল্লী মঙ্গল আর্ট সেন্টার, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, গণ-সংস্কৃতি পরিষদ, শিল্পকলা পরিষদ, খুলনা সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংস্থা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পেরেছে।

সাম্প্রতিক সময়ে খুলনাতে সাহিত্য সাংস্কৃতিক তৎপরতার সংগে জড়িত আছেন এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পেরেছেন তাদের মধ্যে (খুলনার বাইরে থেকে সাংস্কৃতিক চর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন তাদেরও নাম উল্লেখ করা হয়েছে এ রচনায়) দবীর উদ্দীন আহমদ, হাসান আজিজুল হক, নীলিমা ইব্রাহীম, আনোয়ারা বেগম, রাজিয়া মজিদ, কে, আলী, আবুবকর সিদ্দিক, মোহাম্মদ

আবুল হাশেম

আবুল কালাম শামসুদ্দিন

কানাই বিশ্বাস

আবু তালেব, মীর আমীর আলী, আবুল কালাম সামসুদ্দীন, সাধন সরকার, নাজিম মাহমুদ, মাইকেল সুশীল অধিকারী, বিদ্যুৎ সরকার, দেলোয়ার হোসেন, এ. কে, এম, মকবুল আহমেদ, আবু হাসেম, কানাই বিশ্বাস, বেদুইন সামাদ, আবু ইসহাক, মনিরুল হুদা, আবু সাদেক, মনু ইসলাম, আইউব আজিজ হাসান, অচিন্তকুমার ভৌমিক, ময়ীন উদ-দীন, আহমেদ, সৈয়দ হায়দার, মোঃ আবদুল-হালিম, সুশান্ত সরকার, ওয়াহিদুর রহমান, নাজমুল আহসান, কামাল মাহমুদ, বিষ্ণু সিংহ, ভার্গব ব্যানার্জী, ভারতী ঘোষ, সাধন ঘোষ, মোহাম্মদ কায়কোবাদ, নাজিম শাহরিয়ার, নাজিম সেলিম বুলবুল,

দেলোয়ার হোসেন

একে এম মকবুল আহমেদ

মাইকেল সুনীল অধিকারী

হোসেন, শাহাবুদ্দিন আহমেদ, কাজী আমানুল্লাহ, নাসিরুজ্জামান, হাফিজুর রহমান, হুমায়ুন কবির বালু, মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন মকবুল, সৈয়দ ঈসা, আলী আহমেদ, আবদুর রহমান, ইজাজ হোসেন, সুবাস দে, অসীম বিশ্বাস, শ্রীবাস অধিকারী, মোজাম্মেল হক, সঞ্জীব ঘোষ, নাসির হায়দার, পুতুল হায়দার, আবদুস সবুর খান চৌধুরী, ওবায়দুর রহমান পান্না, জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়, রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সুশান্ত মজুমদার, মকবুল হোসেন মিন্টু, আমেনা সুলতানা বকুল, শামী আখতার, আনোয়ারুল কাদির, সৈয়দ আবদুস সাদিক, নার্গিস, মায়া বিশ্বাস, গৌতম বিশ্বাস, গোলাম সারোয়ার, কামরুজ্জামান বাদশাহ, মাজহারুল হান্নান, তৈয়বা খাতুন, মুক্তি মজুমদার, বুলবুল আজাদ, মুফাখারুল ইসলাম, সুকান্ত সরকার, নূর মোহাম্মদ টেনা, রফিকুজ্জামান, জ্যোতির্ময় মল্লিক, শেখ মোতাহার হোসেন, শেখ আবদুল মজিদ, সৈয়দ তোসারফ আলী, মহবুবর রহমান, মলিনা দাস, বেগম মাজেদা আলী, ফারুখ আনোয়ার, মর্তুজা আহমেদ, রাশেদ উদ্দিন তালুকদার, মাসুদ মাহমুদ, ইলোরা আমীন, আকরাম হোসেনের নাম উল্লেখ করতে হয়। এদের মধ্যে কেউ কেউ বিভিন্ন সংগঠনের সংগে জড়িত। সংগঠক হিসেবে, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পী, নাট্যকার হিসেবে এদের মধ্যে অনেকে এখন বাংলাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত।

শেষ